ভ্যাট টিপস-১২৪/২০২৪:

বিষয়: সহ-বীমা এবং পুনঃবীমার ক্ষেত্রে ভ্যাটের প্রযোজ্যতা।

প্রশ্ন: একটা বীমা কোম্পানী কো-ইন্সুরেন্স করার সময় কো-ইন্সুরেন্স লীডার অন্যান্য কো-ইন্সুরারদের পক্ষে ভ্যাট পরিশোধ করে দেয়। এক্ষেত্রে ভ্যাটের বিধান কি হবে এবং অন্যান্য কো-ইন্সুরার দাখিলপত্রে কিভাবে প্রদর্শন করবে? এবং পুনঃবীমার ক্ষেত্রে ভ্যাটের বিধান কি হবে?

উত্তর: সাধারণ বীমা সেবার ওপর ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য রয়েছে। জীবন বীমা সেবার ওপর ভ্যাট মওকুফ করা আছে। যে কোম্পানী সাধারণ বীমা সম্পাদন করে সে কোম্পানী বীমা গ্রহীতার কাছ থেকে বীমা প্রিমিয়াম এবং ভ্যাটের অর্থ সংগ্রহ করে ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে এবং দাখিলপত্রে প্রদর্শন করে। তবে, সহবীমা (co-insurance) এবং পুনঃবীমা (reinsurance) এর ক্ষেত্রে ভ্যাট সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন আসে। আজ আমরা এ বিষয়টি স্পষ্টিকরণ করবো, ইন-শা-আল্লাহ।

ভ্যাট ব্যবস্থায় কোনো বিষয় পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে প্রথমে অর্থনৈতিক কার্যক্রমটা ভালোভাবে বুঝতে হয়। তাহলে সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়। সহ-বীমা হলো এমন। ধরুন, একটা বীমা কোম্পানীর কাছে বীমা গ্রহীতা বীমা সেবা নিতে যান। বীমার পরিমাণ বড় হলে বীমা কোম্পানী আরো কয়েকটা কোম্পানীকে সাথে নিয়ে নেয়। মূল বীমা কোম্পানী গ্রাহকের নিকট থেকে বীমা প্রিমিয়াম গ্রহণ করে, প্রিমিয়ামের ওপর ১৫% ভ্যাট পরিশোধ করে এবং দাখিলপত্রে প্রদর্শন করে। মূল বীমা কোম্পানী যে সেবামূল্য নিয়েছে তার ওপর আর কোনো মূল্য সংযোজন হয় না। মূল বীমাকারী কোম্পানী প্রিমিয়ামের অংশ বিশেষ সহবীমা কোম্পানীদের দিয়ে দেয়। ক্ষতিপূরণ দিতে হলে যে কোম্পানীর যতটুকু অংশ সে অনুসারে আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। সহবীমার ক্ষেত্রে মূল বীমা কোম্পানী সমুদয় প্রিমিয়ামের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করে বিধায় আর ভ্যাটের কোনো প্রশ্ন আসে না। অনেক প্রকল্পে দেখা যায় যে, একাধিক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কাজ করে। অর্থাৎ কয়েকটা প্রতিষ্ঠান একত্রে একটা সেবা প্রদান করে। এরূপক্ষেত্রে সেবার ওপর একবার ভ্যাট প্রদান করা হয়।

মোবাইল ব্যাংকিং সেবা এমন একটা সেবা। মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস এর ক্ষেত্রে কয়েকজনের পক্ষে একজন ভ্যাট পরিশোধ করে। একাধিক সহযোগী অংশীদার একত্রে এই সেবা প্রদান করে থাকে। যেমন: ব্যাংক বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডাক বিভাগ, টেলিকম অপারেটর, মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট ও ডিস্ট্রিবিউটর, কারিগরী সহায়তা প্রদানকারী ব্যক্তি এবং কাস্টমার এ্যাকুইজিশন এজেন্সী বা সমজাতীয় কর্মসম্পাদনকারী ব্যক্তি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৩/মূসক/২০২০ তারিখ: ০১ মার্চ ২০২০ অনুসারে, মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী প্রাপ্ত কমিশনের ওপর একবারে ভ্যাট প্রদান করে দেয়। এরপর কমিশনের অংশবিশেষ সহযোগী অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করে। মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী ভ্যাট পরিশোধ করার প্রমাণস্বরূপ সহযোগী অংশীদারদেরকে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে। সহযোগী অংশীদারগণ দাখিলপত্র প্রদানের সময় ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণস্বরূপ উক্ত প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করে। একইভাবে সহবীমার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়।

রীট পিটিশন নং-২৩১৮/২০০৪ এর বিপরীতে হাইকোর্টের একটা আদেশ আছে যে, উৎপাদন স্তরের মূল্যে যদি সেলস সেন্টারে বিক্রি করা হয়, অর্থাৎ সেলস সেন্টারে যদি কোনো মূল্য সংযোজন না হয়, তাহলে সেলস সেন্টারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। উক্ত আদেশে উল্লেখ রয়েছে, “These “cenres” being used at places of delivery to distributors at no value additional to that upon which VAT has been levied and paid in advance of receipt on consideration of such delivery, there is no authority under the Act for the Respondents to insist upon a mechanism of compliance as exposes the petitioner to additinal liability for VAT on the goods so supplied and delivered.” (Ref.: 33 year VAT Judgments by Dhaka Law Reports and Bangladesh VAT Professionals Forum, pages 524-528). অর্থাৎ মূল্য সংযোজন না হলে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২৯ (পুনঃআমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ) এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। আমদানিকৃত পণ্য রপ্তানি করার পর যদি পুনঃআমদানি করা হয়, তাহলে উক্ত পণ্যের যে মূল্য বর্ধিত হয়, সে মূল্যের ভিত্তিতে শুল্কায়ন করতে হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন হওয়া মূল বিষয়। যতটুকু মূল্য সংযোজন হয়েছে তার ওপর শুল্ক-করাদি প্রযোজ্য হবে।

ওপরের সার্বিক বিশ্লেষণে বলা যায় যে, সহবীমার ক্ষেত্রে মূল বীমাকারী প্রতিষ্ঠান ভ্যাট পরিশোধ করে। কয়েকটা প্রতিষ্ঠান মিলে ঝুঁকি শেয়ার করে এবং প্রাপ্ত প্রিমিয়াম সে অনুসারে বণ্টন করে নেয়। এখানে অতিরিক্ত কোনো মূল্য সংযোজন হয় না। মূল্য বীমাকারী অন্যান্য অংশীদারদের থেকে সেবা ক্রয় করে না। বরং তারা একত্রে একটা সেবা প্রদান করে। তাই, সহবীমার ক্ষেত্রে অংশীদারদের মধ্যে প্রিমিয়ামের অংশ বণ্টন করার সময় ভ্যাট প্রযোজ্য হওয়ার অবকাশ থাকে না।

পুনঃবিমা হলো এমন। ধরুন, একটা কোম্পানী বীমা করেছে। বীমার পরিমাণ বেশি। তাই, পুনঃবীমা করতে হবে। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বা বিদেশী কোম্পানীর সাথে পুনঃবীমা করা হয়। মূল বীমা কোম্পানী প্রিমিয়াম নিয়েছে, প্রিমিয়ামের ওপর ভ্যাট

পরিশোধ করেছে এবং দাখিলপত্রে প্রদর্শন করেছে। মোট ঝুঁকির একটা অংশ পুনঃবীমা করা হয়, অর্থাৎ ঝুঁকি ট্রান্সফার করা হয়। ক্ষতিপূরণ প্রদান করার প্রয়োজন হলে পুনঃবীমাকারী নিজ অনুপাত অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এক্ষেত্রে সেবা প্রদানের বিপরীতে প্রথমে প্রাপ্ত অর্থ অর্থাৎ বীমা প্রিমিয়ামের অর্থ বণ্টিত হয় না। বরং মূল বীমাকারী পুনঃবীমা সেবা ক্রয় করে। সহবীমা আর পুনঃবীমার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। পুনঃবীমার নিয়ম হলো, প্রত্যেক বীমা কোম্পানীর অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার ওপর ভিত্তি করে রিটেনশন মানি সাধারণ বীমা কর্পোরেশন নির্ধারণ করে দেয়। বীমার এতটুকু পরিমাণ ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট বীমাকারী কোম্পানী নেয়। পুনঃবীমা করার ক্ষেত্রে নিজ রিটেনশান মানি বাদ দিয়ে যে অংশ থাকে তার ৫০% সাধারণ বীমা কর্পোরেশন-এর সাথে পুনঃবীমা করতে হবে এবং প্রয়োজনে ৫০% বিদেশে পুনঃবীমা করতে হবে। ধরুন, ১,০০,০০০ টাকা ছিল মূল প্রিমিয়াম। কোম্পানীর রিটেনশান মানি ৩০% অর্থাৎ ৩০,০০০ টাকা। অবশিষ্ট থাকে ৭০,০০০ টাকা। এর ৫০% অর্থাৎ ৩৫,০০০ টাকার পুনঃবীমা করতে হবে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর সাথে। এই ৩৫,০০০ টাকা সাধারণ বীমা কর্পোরেশনকে দিয়ে দেয়া হয় না। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর একটা রেটচার্ট আছে। সেই রেটচার্ট অনুসারে, ৩৫,০০০ টাকার একটা অংশ পুনঃবীমা করার জন্য সাধারণ বীমা কর্পোরেশনকে পরিশোধ করা হয়। ৫০% বীমা বিদেশের কোম্পানীর সাথে পুনঃবীমা করতে হবে। বিভিন্ন কোম্পানীর কাছ থেকে রেট নেয়া হয়। একটা কোম্পানীর সাথে পুনঃবীমা করা হয়। বিদেশী কোম্পানী ঝুঁকি নেয় ৩৫%। তবে, তার কোটেড রেট অনুসারে হয়তো তাকে পেমেন্ট করা হয় ২০,০০০ টাকা। অর্থাৎ পুনঃবীমার ক্ষেত্রেও সমুদয় প্রিমিয়ামের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। কিছুটা ঝুঁকি সাধারণ বীমা কর্পোরশন এবং বিদেশী বীমা কোম্পানীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে, ৩ কোম্পানীর মধ্যে মূল প্রিমিয়াম বণ্টিত হয়নি এবং সে অনুপাতে ঝুঁকি শেয়ার করা হয় না। আবার, এমনও বলা যায় যে, মূল বীমাকারী কোম্পানী সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং বিদেশী কোম্পানীর কাছ থেকে সেবা ক্রয় করেছে।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (১০০)-তে “সেবা সরবরাহ” সংজ্ঞায়িত করা আছে। যেখানে অধিকার প্রদান, অধিকার সমর্পণ, কোনো সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি উল্লেখ রয়েছে। সহবীমা আর পুনঃবীমার মধ্যে মূল পার্থক্য হলো, সহবীমার ক্ষেত্রে কয়েকটা কোম্পানী একসাথে একটা সেবা প্রদান করে। পুনঃবীমার ক্ষেত্রে একত্রে একটা সেবা প্রদান করা হয় না। বরং মূল বীমা সেবা বীমাকারী কোম্পানী প্রদান করেছে। বীমাকারী কোম্পানী দেশে হোক বা বিদেশে হোক পুনঃবীমা করার সময় আনুপাতিক হারে প্রিমিয়ামের অর্থ পরিশোধ করে না। বরং সাধারণ বীমা কর্পোরশন-এর ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে এবং বিদেশের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক হারে মূল্য প্রদান করে। তাই, পুনঃবীমাকে বলা যায় যে, মূল বীমাকারী বীমাসেবা উপকরণ হিসেবে ক্রয় করছে। তাই, পুনঃবীমা সেবা প্রদানকারী ভ্যাট চালানপত্র জারি করবে। মূল বীমা সেবা প্রদানকারী কোম্পানী প্রয়োজনে রেয়াত নিতে পারবে। এমন বিধান হওয়াই সমীচীন।

তবে, আলোচনায় জানা গেছে যে, মাঠ পর্যায়ে পুনঃবীমার ক্ষেত্রেও প্রথমবার প্রিমিয়ামের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয়। পুনঃবীমা করার সময় আর ভ্যাট পরিশোধ করা হয় না। অর্থাৎ মাঠ পর্যায়ে সহবীমা এবং পুনঃবীমা একইভাবে বিবেচনা করা হয়। তবে, আমার উপরের পর্যালোচনা অনুসারে, পুনঃবীমার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে মর্মে আমার অভিমত। তবে, এ বিষয়ে রেগুলেটরী এজেন্সী কোনো নির্দেশনা দিলে তা পরিপালন করতে হবে। সহবীমা ও পুনঃবীমার ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদান, রেয়াত গ্রহণ, দাখিলপত্রে প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক একটা সাধারণ আদেশ জারি করা হলে সমতাভিত্তিক প্রয়োগ নিশ্চিত হবে। আরো জানা গেছে যে, এ বিষয়ে উচ্চ আদালতে একটা মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তাই, আদালতের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমানের প্র্যাকটিস অর্থাৎ সহবীমা এবং পুনঃবীমা একইভাবে বিবেচনা করা যায়।

ধন্যবাদ এবং শুভ কামনা।

ড. মোঃ আব্দুর রউফ
ভ্যাট বিশেষজ্ঞ।
১৬.০৬.২০২৪